লোক সাম্য পার্টি

Bengal

The best of India!

পশ্চিম বঙ্গ এর

রূপান্তর

২০২১

পরিবর্তনের নতুন শুরু

বাংলা, জার কোলে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা এক ই সাথে হাতে হাত রেখে বড় হয়েছে। খুব দুর অতীতের কথা নয় যখন বাংলা বিজ্ঞান, দেশাত্মবোধ, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার সব দিক থেকে ছিল সামনের সারিতে।
একসময় পণ্ডিত গোপাল কৃষ্ণ ঘোখলে বলেছিলেন, "বাংলা যা আজ ভাবে, ভারত ভাবে তা কাল।" আজ সেই সময় এসেছে যখন বাঙালিকে তার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে এনে **"বাংলাকে, ভারতের শ্রেষ্টতম"** করে তুলতে হবে। মানুষকে আজ সমস্ত টা পুনর্গঠন করে পরিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। আগামী দুই দশক অনভিপ্রেত বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রদান করতে চলেছে।

লোক সাম্য পার্টি এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য বাংলার রাজনীতি, শাসন ও প্রশাসনের মৌলিক পরিবর্তন করে, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই বিকাশ সাধন করা।

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ **"বাংলাকে, ভারতের শ্রেষ্টতম"** গড়ে তোলার জন্য।

আমাদের সংবিধানই আমাদের পথ নির্দেশক:

আমরা ভারতের জনগন ভারতকে একটি

সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধানরতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে, এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে;

সামাজিক, আর্থনৈত্যিক, এবং রাজনৈতিক **ন্যায়াবিচার**;

চিন্তার, অভিব্যাক্তির, বিশ্বাসের , ধর্মের ও উপাসনার **স্বাধিনতা** ;

প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের **সমতা** নিশ্চিত ভাবে লাভ করেন;

এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যাক্তি- মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সং হতির আশ্বাসক **ভাতৃভাব** বর্ধিত হয় ;

ত্তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া,

আমাদের সংবিধান সভায়ে অদ্য, ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এত দ্বারা এই সংবিধান গ্রহন করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি, এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি ।।

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের নীতিগুলি সংবিধানে উপস্থাপিত মূল চারটি স্তম্ভেরউপর ভিত্তি করেঃ

- ন্যায়বিচার
- স্বাধীনতা
- সমতা
- ভ্রাতৃত্ব

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আমাদের সমাজের মূল বৈষম্যের কারণ অসমতা। আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ এবং কর্মপন্থার উদ্দেশ্য হল, সমস্ত নাগরিকের মধ্যে সাম্যতা এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমূহঃ

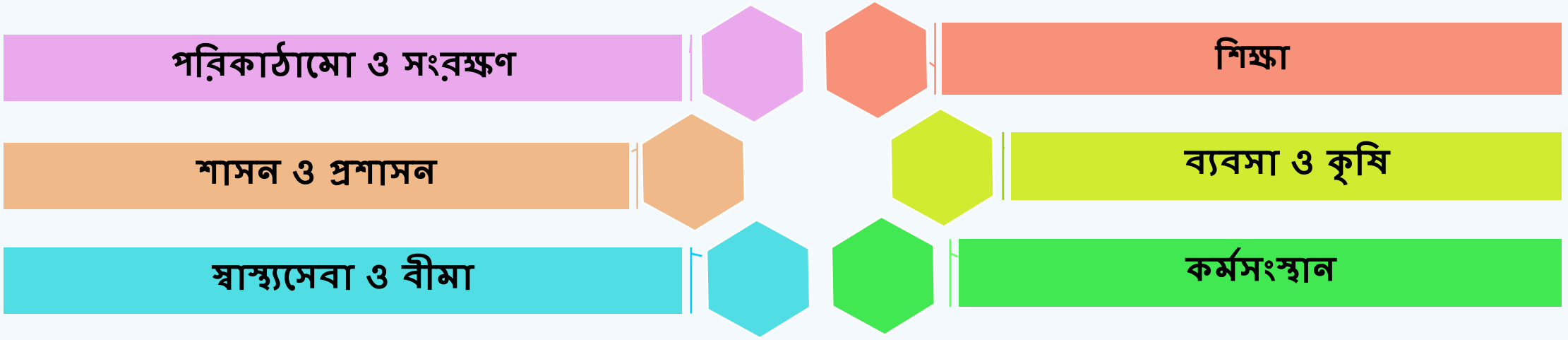

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমুহঃ

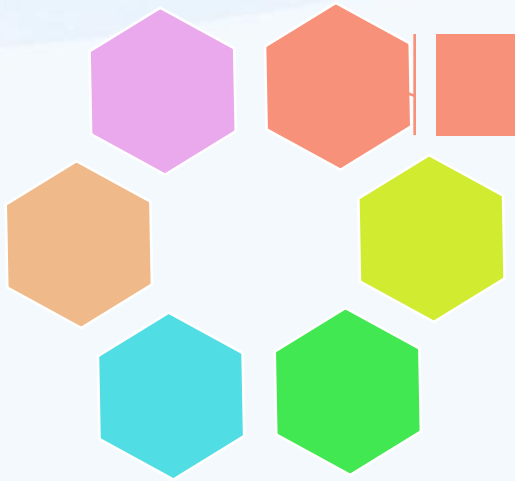

শিক্ষা

- ভবিষ্যতের নাগরিকদের সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করে অবকাঠামো, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং বিতরণ পদ্ধতিগুলিতে পরিবর্তন সক্ষম করবে এমন অগ্রগামী চিন্তাধারার শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার (প্রাথমিকথেকে দ্বাদশ শ্রেণির) সম্পূর্ণ রুপান্তকরন।
- উচ্চশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানকে অরাজনীতিকরনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা, যাতে কোন রাজনৈতিক বা বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়।
- বাংলাকে ভারতের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে রুপান্তর করতে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উন্নীতকরণ ।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমুহঃ

ব্যবসা ও কৃষি ব্যবস্থা

- আমাদের লক্ষ্য "ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি" এর জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে ব্যবসা / উদ্যোক্তারা ন্যূনতম সরকারী হস্তক্ষেপে আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যাবসা পরিচালনা এবং উন্নতি করতে পারে।আমাদের লক্ষ্য নীতিগত পরিবর্তনগুলির মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা বৃদ্ধি।
- কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে উচ্চতর উপার্জন করতে পারে এবং কৃষিকাজ অন্যান্য পেশার মত জীবিকা নির্বাহের এক উপায় হিসাবে অনুসরণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে (বপন থেকে বিক্রি পর্যন্ত)এইরূপ মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমূহঃ

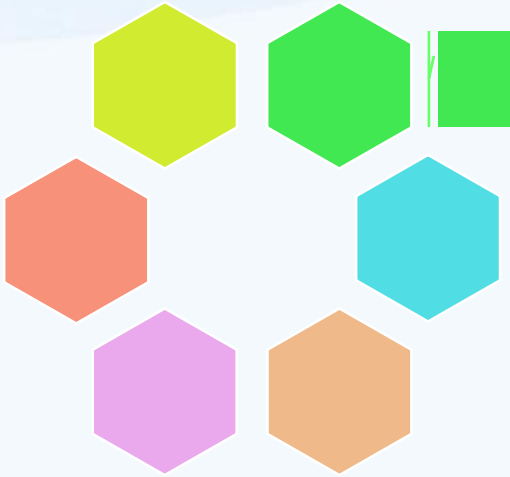

কর্মসংস্থান

- আমাদের লক্ষ্য একটি দক্ষ-কর্মশক্তি, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ ব্যাবস্থা তৈরি করা, যেখানে বিভিন্ন মাপের এবং বিবিধ শিল্পের ব্যবসা বাংলাকে তাদের পছন্দ হিসাবে বেছে নেবে।
- বাংলাকে প্রতিভা ও সুযোগ সুবিধার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা ।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমুহঃ

স্বাস্থ্যসেবা এবং বীমাঃ

- সমগ্র বাংলা জুড়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি নিশ্চিতকরণ ।
- বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা। স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পটি বাংলার ভোটারদের ভারতে তাদের বাসস্থান নির্বিশেষে কভার করবে।
- বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের সার্বজনীন মেয়াদী বীমা ।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমূহঃ

শাসন ও প্রশাসন

- প্রশাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকার ও প্রশাসনের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার জন্ম দিয়ে নাগরিকদের সেবার দিকে পুরোপুরি প্রবাহিত ও পরিচালিত হবে।
- আমাদের লক্ষ্য যে কোনও সরকারী বিভাগ কোনওভাবেই অবৈধ বা গোপনে অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত না হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য স্বতন্ত্র কঠোর নিরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদন্ত এবং আর্থিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আসা।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমূহঃ

অবকাঠামো এবং সংরক্ষণ

- কোলকাতা এবং বৃহত্তর আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে একক প্রশাসনিক ইউনিটে একত্রিত করে এবং আবাসন, পরিবহন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির দীর্ঘমেয়াদী নগর পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করা হবে।
- উত্তরবঙ্গ পর্বত অঞ্চল এবং সুন্দরবনের দ্বীপগুলি সেতু এবং রাস্তাগুলির মাধ্যমে যোগাযোগের উন্নতি করা
- বন, পার্বত্য অঞ্চল এবং সুন্দরবন দ্বীপ অঞ্চলের ভঙ্গুর বাস্তু রক্ষার জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আসন্ন প্রভাব থেকে এই অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

Transforming West Bengal 2021 onwards

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

শিক্ষা

1. নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর রাজ্যের সকল ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে "গুনমান" শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লেখাপড়া উপকরণ, পুষ্টিকর খাবার, ইউনিফরম ভাতা । যাদের পিতামাতার বার্ষিক আয় ৩ লক্ষেরও কম, তাদের অতিরিক্ত পড়াশোনা ভাতা দেওয়া হবে।

2. সকল সরকারী বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ সহ পরিষ্কার পানীয় জল, টয়লেট, কম্পিউটার পরীক্ষাগার, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, ক্রীড়া সুবিধা, আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল এইডস উন্নত শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হবে | উচ্চ-স্পিড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়ে আধুনিকরন করা হবে।

3. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের মান নিশ্চিত করার জন্য পুরো মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্পের পুনঃনির্মাণ | কর্মক্ষম দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে এনজিওর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রকল্প নতুনভাবে প্রস্তুত করা হবে।

4. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিবিধ প্রশাসনিক কাজ যেমন নির্বাচনের কাজ, জনগণনা কাজ, মধ্যাহ্নভোজ কাজ ইত্যাদি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে যাতে তারা শিক্ষার দায়িত্বগুলিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে।

5. স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা শিক্ষার্থীদের কাছে মানসম্মত শিক্ষা দিতে সক্ষম হন | শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং পদোন্নতি বিস্তৃত ব্যবস্থা যাতে তারা শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হন |

6. বাংলার ছেলে-মেয়েরা আত্মবিশ্বাসের সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য নার্সারি থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজি ভাষার শিক্ষা | ইংরেজি ভাষার কারণে সৃষ্ট কৃত্রিম বিভাগ শিক্ষার্থীদের ও জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অযৌক্তিক এবং ক্ষতিকারক। অতএব অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সাথে ইংরেজীকেও গুরুত্ব দিতে হবে|

7. একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নার্সারি থেকে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে আধুনিকায়ন ও আপগ্রেড করা। ক্রীড়া, সংগীত, নৃত্য, চারুকলার উপর বিশেষ মনোনিবেশ করা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক ভারসাম্য অন্বেষণ করতে পারে।বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সজ্জিত করতে আমাদের একটি অগ্রণী চিন্তাভাবনা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নকশাকৃত পাঠ্যক্রম দরকার, বিদ্যালয়ে নন-একাডেমিক পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে।

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

শিক্ষা

8. প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রাজ্যব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক মানের সংহত সংস্থা গঠন । এই সংস্থা বাংলাকে আধুনিক শিক্ষার এক নতুন মাপকাঠি তইরি করতে দায়বদ্ধ হবে।

9. সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সকল দিক দিয়ে উন্নীত করা যাতে তারা অবকাঠামো, শিক্ষকের মান এবং শিক্ষার মানের দিক দিয়ে বেসরকারী স্কুলগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

10. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল সংশোধন করা যাতে তারা তাদের দায়িত্ব মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে এবং তাদেরকে আরও বেশি দৃঢ়টতার সাথে রাষ্ট্র গঠনে জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ব্যাবস্থা শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে যাতে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা শিক্ষায় অবদান রাখতে পারবে । আমাদের লক্ষ্য আমাদের সরকারের প্রথম মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভারতে আমাদের স্কুল শিক্ষকদের জন্য সেরা বেতন প্রদানের ব্যাবস্থা করা। আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলার সেরা প্রতিভা বাংলার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

11. স্কুল শিক্ষকদের জন্য আজীবন পেনশন এবং বাস্থ্য বীমা ।

12. রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চমানের উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পায় তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে সরকারী কলেজগুলির অবকাঠামো উন্নীত করা।

13. বাংলার মধ্যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়া সমস্ত কলেজ ছাত্রদের জন্য একটি বিশেষ ভ্রমণ ভাতা কার্ড সরবরাহ করা হবে যা তাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত পরিবহন ক্ষেত্রে ৫০% ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

14. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা এবং শিক্ষায় মনোনিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলার অভ্যন্তরে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসের অ-রাজনৈতিককরণ। এই ইউনিয়নগুলি শিক্ষার্থীদের উন্নতির দিকে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কলেজগুলির ছাত্র ইউনিয়নকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করব।

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

কর্মসংস্থান

1. একটি কেন্দ্রীভূত-ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হবে যা সমস্ত সরকারী চাকুরীকে একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে। আবেদনকারীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং, স্ক্রিনিং, সাক্ষাত্কার এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি একটি স্বাধীন সংস্থা পরিচালনা করবে | এটি নিয়োগের প্রক্রিয়াতে উচ্চ দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা আনবে। এটি রাজ্য সরকারী চাকরীর বিজ্ঞপ্তি এবং নিয়োগপত্র সরবরাহের মধ্যে অতি দীর্ঘ বিলম্ব হ্রাস করবে।

2. একটি কেন্দ্রীভূত চাকরি পোর্টাল যেখানে বাংলার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিনা মূল্যে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে সক্ষম হবে| এই পোর্টালে চাকরীর সন্ধানকারীরা তাদের দক্ষতার সাথে মেলে এমন চাকরির জন্য আবেদন করতে সক্ষম হবেন |

3. চিকিত্সকরা যাতে জনসাধারণের সেবা করতে সক্ষম হন তা নিশ্চিত করার জন্য বায়ো-কেমিক্যাল চিকিত্সা পদ্ধতি অনুশীলনকারী চিকিত্সকদের অনুশীলনকে নিয়মিতকরণ (যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সাথে)করা হবে

নগর উন্নয়ন

1. রাজ্য রাজধানী অঞ্চল (প্রায় 65,000 বর্গকিলোমিটার) সৃষ্টি যা কোলকাতা এবং এর আশেপাশের বৃহত অঞ্চলগুলিকে একক প্রশাসনিক ইউনিটে একত্রিত করবে এবং আবাসন, পরিবহন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করবে। এটি ভারতের বৃহত্তম নগর অঞ্চল পরিচালনা কেন্দ্রে পরিণত হবে।

2. পিপিপি মডেলের অধীনে সাধারণ মানুষের জন্য আধুনিক সুবিধা ও দ্রুত যোগাযোগের সাথে মানসম্পন্ন সাশ্রয়ী হাউজিং টাউনশিপ / জনপদ / হাউজিং ক্লাস্টার নির্মাণের জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা করব যাতে মানুষের বাড়ির মালিকানা ব্যয় প্রায় মাসিক ঘর ভাড়ার ব্যয় সম হয়ে উঠতে পারে। যাতে সহজেই সবাই নিজস্ব বাড়ি কিনতে সক্ষম হবে |

সংযোগ

1. আমাদের লক্ষ্য প্রস্তাবিত রাজ্য রাজধানী অঞ্চলে নতুন রাস্তা এবং দ্রুত গণ পরিবহনের মাধ্যমে দ্রুত নগর যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিষেবাগুলি বৃদ্ধি করা।

2. আমাদের লক্ষ্য সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে ব্রিজ ও সর্ব-আবহাওয়ায়ে চলাচলের উপযোগী রাস্তাগুলির মাধ্যমে যোগাযোগের উন্নতি করা। বছরব্যাপী এই সংযোগটি অঞ্চলের ৫০ লক্ষ মানুষের জন্য উচ্চতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবনযাত্রার উন্নত মান সক্ষম করবে|

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

স্বাস্থ্য

1. প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবায়ে যে শূন্য পদ রয়েছে তা পূরণ করা। রাজ্য জুড়ে, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির ক্ষেত্রটি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ|

2. সঠিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের দায়িত্ব কেবল বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না | আমরা বাংলায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাটি পুনরায় সংগঠিত করব যাতে সরকারি প্রশাসনের অর্থ জনসাধারণকে যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে ব্যয় হয়।.

3. আআমদের মুল লক্ষ্য সরকার প্রদত্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভোটারদের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা চালু করা ।এই বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার সমস্ত ভোট্র যাদের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষের চেয়ে কম, তাদের আবাসের স্থান নির্বিশেষে এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করবে।

4. সরকার প্রদত্ত বাংলা রাজ্যভুক্ত ভোটারদের সার্বজনীন মেয়াদী বীমা যেখানে বীমাকৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় বার্ষিক ১০ লক্ষের কম |

5. বেসরকারী ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির পরিষেবা হারগুলি পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিকভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট সংশোধন করা।

6. ই আইনটিও নিশ্চিত করবে যে বেসরকারী ডায়াগনস্টিক কেন্দ্রগুলি রোগীদের রেফার করার জন্য চিকিত্সকদের কাছে কোনও আর্থিক প্ররোচনা দিতে সক্ষম নয়। উদ্দেশ্য হ'ল স্বাস্থ্য খাতে থাকা কু-অভ্যাসগুলি দূরীকরণ যা রোগীদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বেসরকারী সংস্থা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি রোগীদের অযথা সুবিধা নিতে সক্ষম না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকারী ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি পরিচালনা করব যা বেসরকারী ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির সমান সুযোগগুলি সরবরাহ করবে |

7. আমরা সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা আইন নিয়ে আসব যা সরকারী এবং বেসরকারী স্বাস্থ্য সুবিধার নিরীক্ষণ করবে, চিকিত্সক এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য গাইডলাইন জারি করবে এবং স্বাস্থ্যসেবাতে আস্থা ফিরিয়ে আনবে। আইনগুলি স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার এবং রোগীদের উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করবে।

8. অভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধাকে আন্তঃসংযোগ করা। প্ল্যাটফর্মটি হাসপাতালের উপার্জন এবং ব্যয়ের পাশাপাশি চিকিত্সক, স্বাস্থ্যসেবা কর্মচারী, ডায়াগনস্টিক সুবিধা, উপলভ্য শয্যা, অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করবে । এটি সরকারী সুবিধাগুলিকে জনগনের বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিক্রিয়াশীল এবং দায়বদ্ধ করে তুলবে।

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

কৃষিঃ

1. আমদের লক্ষ্য এমন একটি পদ্ধতি ছালু করা যার মাধ্যমে রাজ্য সরকার সরাসরি রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি (যেমন চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি) বার্ষিক সংশোধিত মূল্যে (এমএসপির সাথে তুলনামূলক) সংগ্রহ করবে যা যথেষ্ট পরিমাণে কৃষকের স্বার্থকে সুরক্ষিত করে ।তারপর রাজ্যগুলি ক্রয়কৃত পণ্যগুলি খুচরা বাজারে উপলভ্য করার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির কাছে পউছে দেবে। এই পদ্ধতিতে কৃষকদের এবং শেষ উপভোক্তাদের স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে সুরক্ষিত করা যাবে।

2. সরকার পিপিপি (PPP) মডেলের অধীনে স্টোরেজ-ট্রান্সপোর্টেশন সাপ্লাই চেইনগুলি বিকাশ করা হবে যাতে কৃষকের চাষ পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস করা যায়ে। এই ক্ষয়কে হ্রাস করতে পারলে কৃষকের উপার্জনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

3. কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রের বিবিধ পদ্ধতিগুলি (যেমন প্রাকৃতিক কৃষিকাজ, মাল্টিলেয়ার ইত্যাদি) শিখতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব যা কৃষকদের উচ্চ ফলন এবং আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে।

4. আমাদের লক্ষ্য বিদ্যমান কৃষি কলেজগুলির শিক্ষার্থীদের জন্য সীটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের অবকাঠামোগত উন্নতি করা। কৃষিকাজ প্রাচীনতম জীবিকার মধ্যে একটি এবং আমাদের লক্ষ্য কৃষিব্যাবস্থাকে বাংলার যুব সমাজের কাছে একটি ঊর্ধ্বমুখী আয় ব্যাবস্থা হিসেবে গঠন করা।

ব্যবসাঃ

1. আমাদের লক্ষ্য, বাংলায় ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যাতে বেসরকারী উদ্যোগগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আমাদের লক্ষ্য, ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা ভারতের শীর্ষ তিন রাজ্যগুলি্র মধ্যে স্থান করে নেওয়া। আন্তঃ বিভাগীয় বিলম্ব কমাতে আমরা অনলাইন Single Window System প্রয়োগ করব|

2. সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ের জন্য নতুন শিল্প ক্লাস্টারগুলির বিকাশ।

প্রথম মেয়াদে নির্দিষ্ট কর্মাবলি (২০২১ থেকে ২০২৬)

নাগরিক পরিষেবা

1. বাংলার মধ্যে নাগরিকরা কোনও থানায় না গিয়েই এফআইআর FIR register করতে পারবেন। একটি ওয়েব এবং কল-কেন্দ্র ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম জনগণের কাছে এফআইআরগুলি জমা দেওয়ার জন্য উপলব্ধ করা হবে। সেই প্ল্যাটফর্মটি থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এফআইআরটিকে সংশ্লিষ্ট থানায় পৌঁছে যাবে ।
2. প্রবীণ নাগরিকদের রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত পরিবহন ব্যবস্থায় ভাড়াতে ৫০% ছাড় দেওয়া হবে।
3. মানসম্পন্ন রেশন সামগ্রির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে জনসাধারণের বিতরণ ব্যবস্থার (পিডিএস) আধুনিকায়ন ও পুনঃনির্মাণ ।
4. বাংলার প্রবীণ নাগরিকদের যাঁদের নিজেদের কোনও আয়ের উৎস নেই, তারা পেনশন ভাতা ।
5. পশ্চিমবঙ্গের এনভিএফ, হোমগার্ডসদের অবসর নেওয়ার পর ৩ লাখ পর্যন্ত টাকা দেওয়া হবে।

প্রশাসন

1. আমরা আন্তরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে করের অর্থ সাশ্রয়ের দিকে কাজ করব । নাগরিকদের বৃহত্তর সুবিধার্থে করের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কঠোর নজরদারি আনব।
2. সমস্ত সরকারী বিভাগ প্রযুক্তি ও অটোমেশন ব্যবহার করে উচ্চতর স্তরের দক্ষতা, এবং স্বচ্ছতার সাথে জনগনের সেবার দিকে পরিচালিত করা হবে।

এই পরিবর্তনের আন্দোলনে যোগ দিন

একটি সরকার গঠন, যা সত্যই "জনগণের প্রতি, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা" তৈরী । আমাদের দল সেই সমস্ত অনুপ্রাণিত ভারতীয়দের জন্য প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্ত করছে যারা এই জাতির বিকাশে অবদান রাখতে চায়। আমদের লক্ষ্য ভোটারগণেনে জন্যে একটি বিকল্প সরবরাহ করা, যাতে সকলে তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে তাদের নিজেদের গন্তব্য সংজ্ঞায়িত, গঠন এবং অর্জন করতে সক্ষম হন।

পরিবর্তনের জন্য কেবলমাত্র ভাল অভিপ্রায়ই যথেষ্ট নয়, সেটি অবশ্যই জনগণের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। আমাদের বাংলাকে রূপান্তরিত করার এই মহান দায়িত্ব গ্রহনে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, আমাদের কর্মে দায়বদ্ধ, এবং আচরণে স্বচ্ছ থেকে উন্নত বাংলা গড়ে তুলে, **বাংলাকে ভারত সেরা** করে তুলতে অবিচল থাকব।

লোক সাম্য পার্টি

www.loksamyaparty.com
loksamyaparty@gmail.com

Transforming West Bengal 2021 onwards